~~Berg. 333.~~
14127.f.10(1-4)

Bl. College
333(4
Beng. H
K

The following Translation into Bengali of the Persian Fables was undertaken by the pupils, forming the 1st Bengali class, at the request of the Rev. J. Long; and with the view of preventing any thing like assistance from each other, the work of Translation was divided as follows, eight days being allowed each student for completing his allotted portion.

First four fables—J. H. Poulson.
Second four ditto—H. N. Cooke.
Third four ditto—A. N. Tagore.
Fourth four ditto—J. Lowther.
Fifth four ditto—P. Lowther.
Sixth four ditto—B. S. Soor.
Seventh four ditto—Edulgee Manickjee.
Eighth four ditto—A. Ashe.

BRITISH MUSEUM

মিথ্যাবাদি শশকের বিষয়।

এক ক্ষুধিত বৃক আহারীয় বস্তুর অন্বেষণার্থে প্রান্তর পার হইয়া দৌড়িয়া যাইতেছিল এমতকালে সে এক খরগোশকে এক ঝোপের আড়ে নিদ্রিত দেখিয়া চতুর্দ্দিগস্থ সকল বস্তুর বিষয় ভুলিয়া গেল। ঐ বৃক শশককে এতদবস্থায় দেখিয়া ইহাতে আমার উত্তম আহার হইবে মনে২ এইরূপ ভাবিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্তে হাঁ করিয়া আস্তে২ হামাগুড়ি দিয়া যাইতে লাগিল, এমত কালে শশক তাহার পদসঞ্চার শব্দে চমকিয়া উঠিল এবং পলাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু নেকড়িয়া তাহার এত নিকটে ছিল যে সে তাহাহইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া কাঁপিতে লাগিল। বৃক কহিল ওহে প্রিয়তম আমি তোমাকে অন্বেষণ করিতে২ সমুদয় বন ভ্রমণ করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে তোমাকে এখানে পাইলাম।

খরগোশ কহিল হে প্রিয়তম আমি আশা করি যে তুমি মাদৃশ ক্ষুদ্র জন্তুকে কখন খাইবা না কারণ তাহা হইলে পরাক্রমী ও মহৎ পশু যে আপনি আপনার পক্ষে আমি কেবল এক গ্রাসমাত্র আহার হইব। কিন্তু আমি এক খেঁকশিয়ালীকে জানি সে নিকটেই আছে তাহাকে পাইলে আপনার উত্তম আহার হইবে, আর যদি আপনি আমার সঙ্গে আইসেন তবে আমি তাহাকে মহাশয়ের হস্তগত করিয়া দিতে পারি।

ইহাতে ঐ লোলুপ বৃক আহ্লাদিত হইয়া শশকের পশ্চাৎ২ গমন করিতে সম্মত হইল, তাহাতে তাহারা উভয়ে সেই বনে গমন করিল। তাহারা খেঁকশিয়ালীর বিবর সমীপে পৌছুছিলে বৃক বাহিরে থাকিল এবং শশক

ভিতরে গিয়া খেঁকশিয়ালীকে প্রণাম করিল। খেকশিয়ালী বলিল বহুকালের পর সাক্ষাৎ হইল তোমার তো কোন পীড়া হয় নাই।

শশক বলিল আমি ভাল আছি আমার বৃহৎ পরিবার আছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে এমত অবকাশ হয় না যে আমি পর্ব্বতোপরি গিয়া কাঁচা ঘাস খাই এবং আপনার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করি। সম্প্রতি আমি এক দল শিকারি কুকুরের ভয়ে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি তোমাকে এই বলিতে আসিয়াছি যে আমার এক জন বন্ধু তোমার জ্ঞান ও নিপুণতার বিষয় শুনিয়া আপদের সময়ে তোমার পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করেন, এবং আমি ভরসা করি যে তুমি আমার সহিত বন্ধুত্বের জন্যেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।

সুচতুর খেঁকশিয়ালী মিষ্টবাক্যে বঞ্চিত হইবার নহে সুতরাং সে ভাবিল যে এমত মিষ্টবাক্যে অবশ্য কোন আপদ থাকিতে পারে, অতএব সে শশককে ফাঁদে ফেলিবার জন্যে তাহা প্রকাশ করিতে চাহিল না পরে সে তাহাকে অনেক শিষ্টাচার করিয়া বলিল তুমি আমাকে অনেক সম্ভ্রম করিয়া থাক কিন্তু আমি তোমার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অল্পকালের জন্যে অভিমানী রহিলাম। কারণ আমি অল্পকালের জন্যে আপনার গৃহ পরিষ্কার করিয়া দ্রব্যাদি সাজাই। খরগোশ খেঁকশিয়ালীকে বঞ্চনা করিয়াছে ভাবিয়া মনে ২ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বৃকের সমীপে গিয়া তাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিল। তাহাতে তাহারা খেঁকশিয়ালীর আহ্বানের অপেক্ষায় রহিল, তৎকালে বৃক ভাবিতে লাগিল যে কেমন উত্তম আহার পাইলাম এবং শশক ভাবিতে লাগিল যে আমার অনায়াসে কেমন আপদুদ্ধার হইল। খেঁকশিয়ালী এক্ষণে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া এমত এক গুপ্ত পথ প্রস্তুত করিল যে তদ্দ্বারা সে অনায়াসে পলাইয়া রক্ষা পাইতে পারে, এবং সে গৃহের মধ্যস্থলে এক গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা কাষ্ঠ ও শুষ্ক তৃণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল। শশক বহির্গমন করিবামাত্র সে কাষ্ঠ সকল এমত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল যে তাহাদের স্পর্শমাত্রেই ভাঁঙ্গিয়া যায়। পরে সে উহার কোন ব্যাঘাত না করিয়া আপনার গুপ্ত পথে গিয়া তাহাদিগকে ভিতরে আসিতে অনুমতি করিল। খরগোশ ও বৃক উভয়ে গর্ত্তে প্রবেশ করিবামাত্র উক্ত কাষ্ঠ ও তৃণোপরি পা দেওয়াতে ঘাড় মুচ্‌ড়িয়া পড়িয়া গেল কিন্তু খেঁকশিয়ালী পলাইয়া রক্ষা পাইল। বৃক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, খরগোশকে তুই এই ফাঁদ করিয়াছিস বলিয়া নিন্দা করত ধরিয়া খাইয়া ফেলিল।

খেঁকশিয়ালীকে আপদে ফেলিবার জন্যে মিথ্যা কথা কহা খরগোশের কেমন মূর্খতা, কারণ তাহার সকল দুষ্টতার পর সে বৃকের আহার হইল। এবং ইহার পর পশ্চাদ্বর্ত্তি বিষয়ে নির্ভর কর অর্থাৎ আপদ ও দুঃখ হইলে তাহা দৃঢ় সাহস ও সহ্যতার সহিত সহ্য করিতে যত্ন কর। মিথ্যা বাক্য

কখন ছাপা থাকে না তাহা প্রকাশ পাইলে আমরা আরো অধিক বিপাকে পড়ি অথবা মন্দ অবস্থাগ্রস্ত হই।

এক পরাধিকারচর্চ্চাকারক বানরের বিষয়।

এক পরাধিকারচর্চ্চাকারক বানর সর্ব্বদা পরকার্য্যের অন্বেষণ করিত এবং যে সকল বস্তুর প্রয়োজন নাই তাহাতেই হাত দিত। এক দিন পর্য্যটন করিতে২ সে এক করাতির স্থানে গেল এবং তাহার কর্ম্ম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। করাতী সেই সময়ে এক বাহাদুরি কাষ্ঠ করাত দিয়া চিরিতেছিল এবং তাহার কিছু দূর করাত করিয়া এক গোঁজ সেই কাষ্ঠের চেরা স্থানে দিয়া স্বচ্ছন্দে করাত করিতে লাগিল। সে কাষ্ঠের অধিকাংশ করাত করিলে কাষ্ঠে করাত লাগিল বলিয়া সে আর একটা গোঁজ চেরা স্থানে দেওয়াতে পূর্ব্বস্থিত গোঁজ বাহির হইয়া আসিল। বানর এই নূতন কর্ম্ম দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া দেখিতেছিল। সে যদ্যপি করাতির গতিতে হস্ত না নাড়িত তবে তাহাকে দেখিবামাত্র নিদ্রিত জ্ঞান হইত।

পরিশেষে ঐ মনুষ্য ভোজন করিবার জন্যে সে স্থানহইতে অদৃশ্য হওয়াতে বানর তাহার স্থানে নিযুক্ত হইয়া ঐ কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে অন্য গোঁজ না রাখিয়া সেই গোঁজ ধরিয়া টানিল, সুতরাং দুই খান কাষ্ঠ একত্র হইল তাহার মধ্যে তাহার লেজ পড়াতে চেপটিয়া গেল। বোধ হইল বানরের সেই অবস্থার ক্রন্দন ও চীৎকার শুনিয়া বুঝি পাষাণও আর্দ্র হয়।

বানর আপনার নির্ব্বোধত্ব জনিত দোষে এই বলিতে লাগিল যে প্রত্যেক কর্ম্মেই বিশেষ লোক আছে। ও প্রত্যেক লোকের জন্যে বিশেষ কর্ম্ম আছে। আর আমার বৃক্ষারোহণে ও ফলভক্ষণে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত কিন্তু সূত্রধারের কর্ম্মে হস্তার্পণ করা উচিত নহে। সে স্থানে করাতী ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি তাহার উদ্ধারকর্ত্তা ছিল না। কিন্তু সে বড় রাগী ও নিষ্ঠুর হওয়াতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র তাহার আপনার কর্ম্মে উহাকে নিযুক্ত দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইয়া তাহাকে লাথি ও কীল মারিতে আরম্ভ করিল। বানর অতি কষ্টে ছিন্ন লাঙ্গুল হইয়া পলাইয়া গেল।

এই গল্প বালকদের এই শিক্ষা দেয়, যে ছুতারের যন্ত্র ও মালির কাস্তে লইয়া খেলা করা উচিত নহে এবং তাহাদের এই মনে রাখা উচিত যে তাহারা বড় হইলে কখন পরাধিকারচর্চ্চা করিবে না।

এক কুক্কুট ও কপোতের বিষয়।

এক কুক্কুটী দ্বাদশ কিম্বা অধিক ছানা লইয়া এক গোলার সম্মুখে বেড়াইতে ২ এক নিকটবর্ত্তি কপোতকে দেখিয়া বলিল আমি তোমাকে একেবারে দুই শাবকের অধিক প্রসব করিতে না দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করি, এবং তুমি ঐ সকল ছানাদিগকে সর্ব্বদা বদ্ধ করিয়া রাখ। তুমি দেখ আমার কত ছানা হয় এবং কত শীঘ্র আমি তাহাদিগকে খাওয়াইতে শিখাই।

কপোত মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল যে দেখ আমার ছানারা তোমার গলার থলিহইতে আহার গ্রহণ করে। কিন্তু আমরা যে সকল সুস্বাদু দানা সংগ্রহ করি তাহা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে আর কিছু খাইতে দিনা, কিন্তু তুমি কেবল গোবরের গাদা আঁচড়াইয়া ছাঁদিগকে অপরিষ্কৃত দ্রব্য আহার করিতে দেও তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা উভয়ে দুই ছাঁর অধিককে আহার দিতে পারি না কিন্তু তুমি গোবরের গাদার অন্ধেকে অক্লেশে পঞ্চাশৎ ছানাদিগকে আহার দিতে পার।

যাহাদের আপন ২ জীবনোপায়ের বিষয়ে ভাবিতে না হয় তাহারা অন্যের নির্দোষ ও পরিমিত ব্যবহার দেখিয়া হাস্য করিতে পারে।

এক টিটির পক্ষী ও বটুয়া পক্ষির বিষয়।

এক দাঁড় কাক অতিশয় বৃদ্ধ হইলে আপনার অন্তিম কাল জানিয়া অপত্যদিগকে সম্মুখে আনয়ন করত তাহাদের জ্ঞানের জন্যে আপনার জীবন বৃত্তান্ত কহিল। এবং সে যে অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে মনোযোগী করিয়াছিল তাহা এই গল্পেই ব্যক্ত হইবে।

শিশুকালে আমার এক পর্ব্বতীয় পুরাতন বৃক্ষে বাসা ছিল এবং এক টিটির পক্ষীও আমার বাসার নিকটে বাসা করিয়া থাকিত। কিছু কাল পরে তাহার সঙ্গে আমার অত্যন্ত প্রণয় হইল, পরে সে এক দিন অদৃশ্য হওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আর তাহার বহুকালাবধি অবর্ত্তমান থাকায় আমি বোধ করিলাম যে সে মরিয়াছে। পরিশেষে আমি ঐ বাসা ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলাম, সে বাসা আমার অতিপ্রিয় ছিল কারণ তোমরা সকলে সেখানে জন্মিয়াছ। আর আমার প্রতিবাসির তথাহইতে গমনাবধি সে স্থান প্রায় জনশূন্য হইল। পরে এক বটুয়া পক্ষী ঐ স্থান দিয়া গমন করণকালে পূর্ব্বোক্ত বাসা খালি দেখিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়া রহিল। আমি এই আগন্তুকের সহিত এমত শিষ্টাচার করিলাম যে তাহার সহিত আমার শীঘ্র প্রণয় হইল। এবং তাহার সান্ত্বনা বাক্যে আমি মিত্র বিয়োগ

জন্য দুঃখ বিস্মৃত হইলাম। কিছু কাল পরে সেই টিটির পক্ষী সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ প্রত্যাগমন করিল। তাহাতে আমি দুই বন্ধু পাইয়া সুখসাগরে মগ্ন হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বাসার জন্যে শীঘ্র ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। ঐ টিটির পক্ষী কহিল এই বাসা আমার নির্ম্মিত এবং বহুকালাবধি আমি ইহাতে বাস করণদ্বারা ভোগ করিতেছি। বটুয়া পক্ষী বলিল তুমি ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তোমার স্বত্ব গিয়াছে এবং তদবধি উহা সাধারণের হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাতে বাস করাতে আমার হইয়াছে। পরে আমাকে এই বিষয়ের নিষ্পত্তির ভার দেওয়াতে আমার উভয়ের সহিত তুল্যরূপে প্রণয় থাকায় আমি উহার নিষ্পত্তি করা কঠিন জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিলাম। পরিশেষে ঐ টিটির পক্ষী এই মোকদ্দমা এক বৃদ্ধ বিড়ালের নিকটে লইয়া যাইবার জন্যে প্রস্তাব করিল, কারণ সে ঐ স্থানে ব্যবস্থা ও ধার্ম্মিকতার জন্যে অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন ছিল। এবং সে দিবসে অল্প আহার করিত ও চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিত, এবং স্নান ভোজনাদি নিত্যকর্ম্ম ব্যতিরেকে কিছুতেই তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইত না। এবং রাত্রিতে সে ক্লেশ করত জাগরণ করিত কখনই সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত হইত না। বটুয়া পক্ষী ইহা দেখিয়া সম্মত হইল। আমিও ঐ বিষয় দেখিবার জন্যে তাহাদের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলাম। যখন প্রথমে আমরা বিড়ালের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম তখন তাহার ধ্যান দেখিয়া আমরা সকলে নীরব হইয়া রহিলাম। পরে তিনি চক্ষু খুলিয়া আমাদিগকে সরলান্তঃকরণে দেখিয়া আমাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন তাহাতে তাঁহার সদ্ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস জন্মিলে উভয় বিরোধী অতি উচ্চৈঃস্বরে স্ব২ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল, কিন্তু তাহা কোন প্রকারে বোঝা না গেলে বিড়াল গম্ভীর স্বরে বলিল যে আমি রীতিমত এক ২ করিয়া শুনিতে চাহি। তাহাতে বাদী তাহার বিষয় প্রথমে জানাইল ও প্রতিবাদী তৎপরে উত্তর দিলে দর্শকেরা নিষ্পত্তি দেখিবার জন্যে ব্যগ্র হইল। বিড়াল অতি ধীরে২ উঠিয়া কহিল আমি বৃদ্ধ হওয়াতে প্রায় কালা হইয়াছি আর এ মোকদ্দমা বড় কঠিন ইহার তুল্য মোকদ্দমাও আমার স্মরণ হয় না অতএব তোমরা নিকটে আসিলে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিব।

তাহারা কে অগ্রে যাইতে পারে বলিয়া ধাবমান হইল এবং হঠাৎ বিড়াল আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করত বধ করিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিল।

আমি ইহাতে তোমাদিগকে এই শিক্ষা দি যে ক্ষতি সহ্য করা ভাল কিন্তু পরাধীন হওয়া ভাল নহে এবং প্রতারক ধার্ম্মিকের নিকটে সতর্ক হওয়া উচিত হয়।

এক শৃগাল ও এক ঢক্কার বিষয়।

গ্রীষ্মকালের এক দিন প্রভাতে দৈবাৎ এক ক্ষুধিত শৃগাল আহারান্বেষণার্থে এক গ্রামের নিকটে গিয়া এক কুক্কুট শাবককে বাগানে বিচি আছড়াইতে দেখিয়া তাহার উপরে লম্ফ দিতে উদ্যত হইল, এমত কালে সে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষহইতে এক ভয়ানক শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিবামাত্র এক ঢাক দেখিল, তাহা কোন বালক টাঙ্গাইয়া রাখিয়া থাকিবে। তাহাতে বায়ু লাগাতে শব্দ হইয়াছিল।

কিন্তু সে এইরূপ বস্তু কখন দেখে নাই বলিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। এবং সে তাহা নড়িতে দেখিয়া ভীত হইলে সুতরাং তাহার ক্ষুধাও গেল। এবং সে তাহার শব্দে বুঝিল যে ইহা কোন মহাসত্ত্ব হইবে, আর তাহার আকারে মাংস পিণ্ড বোধ হওয়াতে সে তাহা আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল।

পরে সে বৃক্ষারোহণ করিয়া ঢক্কার কাছে গেল তাহার উভয় পার্শ্ব শক্ত দেখিয়া তাহার মুখে কামড়াইতে উদ্‌যোগ করিল বটে কিন্তু তাহাতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। পরিশেষে সে অনেক পরিশ্রম করিয়া এক দন্তদ্বারা কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং দেখিল যে ইহা চামড়ায় ঢাকা কাঠের খোল মাত্র।

ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে কেবল বাহ্যিক দৃশ্যে বিশ্বাস করা অনুচিত এবং যাহাতে আমরা নির্ভর করিতে চাই তাহা ধৈর্য্যপূর্ব্বক দেখা উচিত, আর অনিশ্চিত লাভের আশায় নিশ্চিত লাভ ত্যাগ উচিত নহে।

এক মূষিক ও তাহার মিত্রগণের বিষয়।

এক কৃষক বহুমূল্যে বিক্রয় করিবার জন্যে কতকগুলিন গোম আপনার গোলাতে রাখিয়াছিল। তাহার সন্নিকটে এক মূষিক থাকিত। সে নিরন্তর ঐ গোলার নীচে খনন করিয়া দৈবাৎ এক পথ করিল। সে আপনার মস্তক স্বর্ণময় পসতায় পরিপূর্ণ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং সে এই অমূল্য ধনের কর্ত্তা হইল ইহা জানিয়া তাহার প্রতিবাসিরা তাহাকে দেখিতে আইল। এবং খোসামুদিয়াদিগের নমস্কার পাইয়া তাহাদের প্রতি নমস্কার করিতে২ তাহার মস্তক ধরিয়া গেল এবং সে অনুগত জ্ঞাতি বন্ধুর নিমিত্তে এক গৃহ খুলিয়া রাখিল। পরে তাহারা কহিল যে আমরা তোমার সহিত আলাপে যদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি মনে কখন তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই নাই। আর কিছু কালপরে ঐ দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে কৃষক তাহার গোম বেচিতে শুভকাল পাইল। এখানে পরে প্রত্যহ উত্তম২ ভোজ দেওয়াতে মূষিক

নিমন্ত্রিতগণের সমাদর করণে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রায় মগ্ন হইল। এবং সভ্য-গণেরা উপরে অকস্মাৎ শব্দ শুনিয়া বিরক্ত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক জন ঐ বিষয় জানিবার জন্যে অগ্রসর হইল এবং শীঘ্র বেগে আসিয়া বলিল যে গোলা প্রায় খালি হইয়াছে অতএব এখানে অবস্থান করিলে বিপদ ঘটিবে। ঐ স্থান নিদ্রিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে সকলে গেলে মানে ও ব্যয়ে মগ্ন জন অর্থাৎ সে মূষিক উঠিয়া দেখিল যে সে আপনি দুঃখে পতিত হইয়াছে।

সুখি সঙ্গি সমূহে কখন নির্ভর করিও না, ধনেচ্ছুক বন্ধুগণকে কখন বিশ্বাস করিও না, আমরা কেবল দুঃখের সময়ে বন্ধুর সততা জ্ঞাত হইতে পারি।

বাগান লুঠ করিতে গিয়াছিল এমত এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্র এবং এক শৃগালের বিষয়।

এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্র ও এক শৃগাল দ্রাক্ষা ও অন্যান্য ফলে পরিপূর্ণ এক বাগান লুঠ করিতে সম্মত হইয়া প্রাচীরের উচ্চতা প্রযুক্ত প্রবিষ্ট হইতে পারিল না শেষে শৃগাল এই মনস্থ করিল যে ব্যাঘ্র প্রাচীরের দিকে দাঁড়াউক ও আমি তাহার স্কন্ধে চড়িয়া বাগানে যাইয়া আসিবার কালে অনেক ফল লইয়া আসিব ও ব্যাঘ্রকে দিব। ব্যাঘ্র ইহাতে সম্মত হইল এবং শৃগাল এরূপে বাগানে প্রবেশ করিয়া বাগানের শোভা দর্শনে মোহিত হইয়া বাহিরের বন্ধুর বিষয় বিস্মৃত হইল। এবং দণ্ডাঘাত না পাইলে সে মালিকেও দেখিতে পায় নাই, তখন সে দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা করিতে পারিল না। এবং ব্যাঘ্র ও তাহাকে আশ্রয় দিতে ছিল না, কিন্তু সে ঝোপের মধ্য দিয়া যাইবার কালে দ্বার খোলা দেখিয়া নির্ভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া প্রান্তরে প্রস্থান করিল। পরে কিছু দিন গতে ঐ ব্যাঘ্রের সহিত তাহার দেখা হইলে সে ব্যাঘ্র উহার বিপরীতাচরণ জানিয়া বাক্য কহিল না, কিন্তু শৃগাল মার্জ্জনা চাহিয়া বলিল যে প্রাচীরের উচ্চতা এবং দিনে গুপ্তভাবে থাকায় ও রাত্রি অধিক হইয়াছিল সেই জন্যে আমি আপনার নিমিত্তে আনিতে পারি নাই তাহাদের বিবাদ মিটিয়া গেলে পরে তাহারা অন্য স্থান লুঠ করিতে প্রস্থান করিল। শৃগাল এই স্থির করিয়াছিল যে আমি বাগানে প্রবেশ হইবার অগ্রে নির্ভয়ে প্রস্থান করিব। তাহারা অনেক পরিশ্রম ও অন্বেষণে প্রাচী-রের গায়ে, কেবল ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র প্রবিষ্ট হইতে পারে এমত এক গর্ত্ত দেখিতে পাইল। এবং ইহা দেখিতে অদ্ভুত যে ব্যাঘ্র ফুটি লইবার জন্যে দন্তাঘাত করিতেছিল কিন্তু কোন ক্রমেই না পারিয়া রাগান্বিত হইতে লাগিল তখন শৃগাল লম্ফ প্রদান করিয়া উত্তম পক্ক দ্রাক্ষা ফল খাইতে আরম্ভ করিল।

সকল ঘটানাই বিপদজনক এবং সকল সুখই দুঃখ দায়ক।

ব্যাঘ্রের ডাক ও বৃক্ষ আন্দোলনের শব্দ মালির কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে সে লুকাইয়া ঐ বিষয় দেখিতে আইল এবং সে চোরদিগকে দেখিতে পাইবা-মাত্র তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। ব্যাঘ্র প্রথমে তাহাকে দেখিয়া নিকটে এক গর্ত্ত পাইয়া তাহাতে শীঘ্র প্রবেশ করিল বটে কিন্তু সে খাইয়া অত্যন্ত মোটা হওয়াতে উহার মধ্যেই রহিল, তখন মালি তাহাকে দণ্ডাঘাতে মৃত-প্রায় করিয়া শৃগালের প্রতি ধাবমান হইল সে কোন উপায় না পাইয়া আপনার প্রাণ সমর্পণ করিল। এবং ব্যাঘ্র এই অবকাশে অতিশয় পরি-শ্রমে এ আপদজনক স্থানহইতে পলাইয়া গেল।

দেখ শৃগাল মিথ্যা বাক্য ও চুরির যোগ্য শাস্তি পাইল এবং ব্যাঘ্রও লুঠেতে যোগ দেওয়াতে তদ্রূপ দণ্ড পাইল।

এক শৃগাল ও তাহার শাবকের বিষয়।

কোন শিশু শৃগাল কুক্কুরদিগকে পরাজয় করণাভিলাষে আপন পিতাকে কহিল। হে জনক আমি কুক্কুরদিগকে পরাজয় করি এমন কোন চাতুরী আ-মাকে শিক্ষা করাও, নতুবা তাহাদিগের হস্তে পড়িলে জীবন হারাইব। তাহার বহুদর্শী পিতা ঐ ব্যাপার দুর্লভ জানিয়া এবং আপনার অঙ্গেও কুক্কুরের ক্ষত চিহ্ন আছে দেখিয়া কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া এই উত্তর করিল। যে আমার মতে এই ছল উত্তম যে তুমি তাহাদিগের পথে যাইও না।

বিবাদি ব্যক্তিদের সহিত প্রীতি রাখা উচিত হইলে তাহাদের নিকটবর্ত্তী না হওয়াই ভাল।

এক অল্পাহারি শৃগাল এবং এক লোভি শীকারির বিষয়।

কোন শীকারি সুদৃশ্য লোমে শোভিত এক শৃগালকে দেখিয়া বহুদিবসা-বধি তাহাকে ধরিবার মানসে ইতস্ততো অপেক্ষা করিয়া বেড়াইত। এবং অনুক্ষণ এই চিন্তা করিত যদি কোন ক্রমে উহাকে নষ্ট করিতে পারি তবে উহার পরিপাটি চর্ম্ম লইয়া অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব। অনন্তর সে এক দিবস সেই জন্তুকের বিবরের অনুসন্ধান পাইয়া তাহার সন্নিকটে আর একটা গর্ত্ত খনন করিল। এবং সে সেই গর্ত্ত দণ্ড ও মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত

করিয়া তদুপরি এক মৃত শশক আনিয়া রাখিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শৃগাল দারুণ ক্ষুধায় অস্থির হইয়া আহারানুসন্ধানে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে২ ঐ শশকের ঘ্রাণ পাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। পরে তাহাকে জীবিত না দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া মনোমধ্যে এই জল্পন করিতে লাগিল যে কোন বন্য পশু ইহাকে নষ্ট করিয়া আমার জন্যে এস্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছে এমত কখনই সম্ভব নহে। তবে অবশ্যই ইহাতে কোন আপদ আছে, ভাল যখন এই স্থলে দুই উপায় দেখিতেছি তখন অল্প আপদজনক যে উপায় তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত বটি কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য প্রাপ্ত হইলেই অনায়াসে আমার সে ক্ষুধা শান্ত হইবেক। কিন্তু যদ্যপি অধিকাহারের লোভে পাশে বদ্ধ হই তবে আর আমার জীবনের আশা থাকিবেক না। এইরূপে সে শৃগাল চিন্তা করিয়া লোভ ও ক্ষুধা সম্বরণ পূর্ব্বক নিরস্ত হইয়া রহিল। এই ঘটনা যে দেশে ঘটিয়াছিল সেই দেশে বিস্তর শার্দ্দূল ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ এক ভয়ানক শার্দ্দূল আসিয়া উক্ত পাশে বদ্ধ হইয়া গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া রহিল, শীকারি অনতিদূরস্থ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। বিবরাচ্ছাদক দণ্ডের শব্দানুসারে শৃগাল ফাঁদে পতিত হইয়াছে বুঝিয়া সে শীকারি অবিলম্বে বৃক্ষহইতে অবতীর্ণ হইয়া তন্নিকটে গমন করিল। পরিশেষে সে পরমানন্দে শীকার গ্রহণেচ্ছু হইয়া গর্ত্তমধ্যে লম্ফ প্রদান করিবামাত্র কোপান্বিত ব্যাঘ্র কর্তৃক ধৃত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইল। অতএব দেখ শৃগাল লোভ ক্ষুধা সম্বরণ করাতে কি পর্য্যন্ত আপদহইতে না নিষ্কৃত হইল। এবং লোভে মুগ্ধ শীকারি পূর্ব্বাপর বিবেচনাশূন্য হইয়া গর্ত্তে নামাতে অবিবেচনা জনিত দোষে প্রাণ হারাইল।

এক ধার্ম্মিক নৃপতির বিষয়।

পারশ্যদেশীয় কোন রাজা সদ্বিচারে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন, তদীয় ধার্ম্মিকতার বিষয় ইতিহাসে বিলক্ষণ বর্ণিত আছে। যথা, ঐ ভূপতি এক দিবস মৃগয়ায় গমন করাতে অরণ্য মধ্যে ক্ষুধাতুর হইলে কিঙ্করগণকে এক সদ্য শীকারের মৃগমাংস রন্ধন করিতে কহিলেন। তাহারাও রাজাজ্ঞানুসারে অন্য২ সমুদয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, আহাঃ আমরা লবণ আনিতে বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব আমরা তদানয়নার্থে এক বালককে নিকটস্থ গ্রামে প্রেরণ করি। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া অতি শীঘ্র সেই বালককে ডাকাইয়া কহিলেন ওহে বালক লবণ ক্রয়ার্থে মুদ্রা লইয়া যাও। পরিশেষে রাজকিঙ্করেরা রাজার অতি তুচ্ছ

বিষয়ে এত অধিক নিষ্ঠাচার শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এবং জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ বিনামুল্যে অত্যল্প লবণ গ্রহণ করিলে হানি কি? তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন দেখ ইদানীং সংসারে যত অত্যাচার ঘটিতেছে তাহা এইরূপে অল্প বিষয় হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদ্যপি আমি বিনামূল্যে কিঞ্চিৎ লবণ গ্রহণ করি তবে তদ্দৃষ্টে আমার কর্ম্মচারিরা লোকের গাভি পর্য্যন্ত হরণ করিতে উদ্যত হইবে।

মনুষ্যেরা অনেকেই বৃহৎ এবং মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের সময়ে নিষ্ঠাচার প্রকাশ করেন, কিন্তু ঈদৃশী সামান্য ব্যাপারের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করেন না। এবং ইহাও বিস্মৃত হন যে সুখ এবং ধর্ম্ম অতি সামান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই উৎপত্তি হয়।

এক বৃশ্চিক এবং এক কূর্ম্মের বিষয়।

কোন সময়ে এক বৃশ্চিক ভ্রমণেচ্ছুক হইয়া এই আক্ষেপ করিতেছিল যে হায় ২ আমি জীবনাবধি এক স্থানেই অবস্থান করিতেছি, ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। আর কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই না কেবল এ প্রস্তর-হইতে ও প্রস্তরে গমনাগমন করি ইহাতেই শারীরিক অসুস্থ হইয়াছি সুতরাং আমার পক্ষে বায়ু সেবনার্থে অন্যত্র গমন করা কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া বৃশ্চিক এক দিবস শুভক্ষণে দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়া নানা বস্তু সন্দর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতে লাগিল। অবশেষে এক বিস্তৃত এবং বেগবান নদীতীরে সমাগত হইয়া জল পথে গমনে অশক্ত হও-য়াতে নিরুপায় হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। সেই স্থানে এক কূর্ম্ম বালু-কোপরি ডিম্ব প্রসব করিতেছিল এবং সে এই ভ্রমণকারিকে বিষাদিত দেখিয়া অত্যন্ত মিনতিপূর্ব্বক মস্তক নত করিয়া জিজ্ঞাসিল ওহে পান্থ আমাহইতে তোমার কোন উপকার হইতে পারে কি না? তাহাতে বৃশ্চিক আপন বিবরণ প্রকাশিয়া কহিল হে ভ্রাতঃ তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া এমত উপায় কহ যাহাদ্বারা আমি এক খণ্ড কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তদারো-হণে নদী পার হইতে পারি। তখন কূর্ম্ম কহিল এ বালুকাময় বৃক্ষ-হীন বিস্তৃত ভূমি, এস্থানে প্রণয়ে বা অর্থ ব্যয়ে কিছুই প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না, এখানে পীপীলিকা অবস্থান করে এমত ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত ও দুর্ল্লভ, যাহা হউক আমি তোমার দুঃখ দেখিয়া অত্যন্ত ভাবিত হই-য়াছি, এই ক্ষণে এই উপায় কহি যে আমি তোমাকে আপন পৃষ্ঠে লইয়া পারান্তে যাই। ইহা শুনিয়া বৃশ্চিক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতায় গদ২ হইল। অনন্তর কূর্ম্ম তাহাকে আপন পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া

জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করত অতি সত্বর হইয়া ক্ষুদ্র পদ সকল সঞ্চালন করিতে২ বেগবান হইল। কিন্তু অল্প দূরে গমন করিয়া কূর্ম্ম পৃষ্ঠেতে হঠাৎ আঘাত পাইয়া চমকিয়া উঠিল। এবং যদি অতিথি ত্রাসযুক্ত কিম্বা পীড়িত হইয়া থাকেন একারণ ক্ষণমাত্র স্থির হইয়া তাহাকে মিনতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি করিতেছ? বৃশ্চিক কহিল না কিছু নহে। দংশন করা আমাদিগের স্বভাব, যদি অন্য কোন দ্রব্য না পাই তবে আপন গাত্রেই দংশন করি। কিন্তু তুমি ভাবিত হইও না তোমার এ কঠিন খোলে কিছু হানি হইবেক না। ঐ সরল কূর্ম্ম বৃশ্চিকের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ নিষ্ঠুর হিংসক জন্তুকে পৃষ্ঠে আর স্থান দেওয়া ক্লেশজনক ভাবিয়া জলমধ্যে ডুবিল। সুতরাং বৃশ্চিক জলে মগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইল।

এই গল্পহইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে মন্দ স্বভাবান্বিত ব্যক্তিরা সাধারণের অপ্রিয় এবং শত্রু হয়। যে সকল ব্যক্তিরা অন্যের অপকার করে তাহাদিগের নির্জনে থাকাই কর্ত্তব্য। তাহার দৃষ্টান্ত যদ্যপি ঐ বৃশ্চিক ভ্রমণ না করিত তবে কূর্ম্মকর্তৃক জলে মগ্ন হইয়া জীবন হারাইত না।

এক শৃগাল এবং এক গর্দ্দভের বিষয়।

এক বৃদ্ধ সিংহ পীড়িত হওয়াতে মৃগয়ায় যাইতে অপারক হইয়াছিল। তাহাতে এক শৃগালের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটে। কারণ সে সিংহের ভোজনাবশিষ্ট মাত্র খাইয়া জীবন ধারণ করিত। এক দিন সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সিংহকে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, হে কেশরী আপনি কি হেতু স্থানান্তরে গমন করেন না। সিংহ তাহার কথা শুনিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল আমি পীড়াতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছি। এবং এক জন চিকিৎসক এই বলিয়াছে যে গাধার মাংস এবং কর্ণ ব্যতিরেকে তোমার কোন প্রকারেই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহাও আমার অপ্রাপ্য যেহেতুক গাধা আমার পরম শত্রু যে মনুষ্য তাহার অধীন থাকে, আর আমার এক্ষণে এমন ক্ষমতা নাই যে তাহাকে মনুষ্যের হস্তহইতে ধরিয়া আনি। শৃগাল সিংহের এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল। আমি সে কার্য্য সম্পন্ন করিব আপনার কোন ক্লেশ পাইতে হইবেক না। কিন্তু আপনি এ দাসকে তাহার শেষাঙ্গ দিতে অঙ্গীকার করিলে আমি যাত্রা করি। কেশরী শৃগালের বাক্যে সম্মত হইলে শৃগাল কোন সরোবরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। পরে অল্প ক্লেশে এক রজককে কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিল এবং তাহার নিকটে এক গাধাকে চরিতে দেখিল। শৃগাল গাধার নিকটবর্ত্তী হইয়া বিষণ্ণ বদনে জিজ্ঞাসা

করিল হে গর্দ্দভ তুমি দুই কর্ণ বিস্তৃত করিয়া সকল লোকের নিকটে লাঙ্গুল লাড় কেন? গর্দ্দভ শৃগালের মৃদুবাক্যে চমৎকৃত হইয়া আহারের শেষ করিয়া কহিতে লাগিল। আমি বহুকষ্টে জীবন যাপন করিতেছি, প্রত্যহই আমাকে এইরূপ ভার ও শাস্তি পাইতে হয় ইহাতেও আমি বিশ্রাম লইয়া স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পারি না। যদ্যপি আমি ক্লেশ সহ্য করি তবে আমাকে সকলে নির্ব্বোধ পশু বলিয়া ঘৃণা করে, ও যদ্যপি ক্রুদ্ধ হই তবে অত্যন্ত শাস্তি পাই। তাবৎ দিবসের মধ্যে এই সময়ে আমি স্বচ্ছন্দে থাকি এবং তাহাতেও দুরন্ত বালকেরা চড়িবার জন্যে সর্ব্বদা আমাকে বিরক্ত করে। ইহাতে শৃগাল কহিল আমি তোমার বহনের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তুমি কি হেতু পলায়ন না কর। গাধা বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিল আমি কোথায় যাইব, আমার সমস্ত গোষ্ঠী এইরূপ দাসত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছে। আমরা এই পৃথিবীতে স্থির, ধীর, এবং পরিশ্রমী বলিয়া বিখ্যাত আছি। আর আমি যেখানে যাইব সে স্থলহইতে মনুষ্যেরা কার্য্য করণার্থে আমাকে ধরিয়া আনিবেক, যদ্যপি বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা দুঃখ ও পরিশ্রম আমার ভাগ্যে না থাকে তবে অন্য মন্দ চেষ্টা করিলে হানি নাই বোধ করিয়া করিতে পারি। শৃগাল কহিল তোমার যাহাতে সুখ জন্মে তাহাই কর কিন্তু মনুষ্যের অধীনে থাকিবা কেন? বনেতে গমন করত স্বাধীনতা ও আহারের সুখভোগ কর? আমি তোমাকে এমন স্থান দেখাইতে পারি যে সেখানে অনেকানেক তোমার জাতি নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতেছে। পরিশেষে শৃগাল বনের স্বাধীনতা ও সুখের বিষয় এত কহিল যে গাধা তাহার কথায় মোহিত হইয়া রজকের ঘাট ত্যাগ করত শৃগালের পশ্চাদ্গামী হইল। উভয়ে বনমধ্যে উত্তীর্ণ হইলে শৃগাল তাহাকে এক স্থানে রাখিয়া সিংহকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া গাধাকে তাহার নিকটে আনয়ন করিল। সিংহ তাহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া ক্ষীণতাবশতঃ তাহাকে কোন আঘাত করিতে পারিল না। গর্দ্দভ বনের স্বাধীনতার এইরূপ নিদর্শন পাইয়া অতি উল্লাসিত চিত্তে পুনর্ব্বার রজকের স্থানে প্রস্থান করিল কিয়দ্দিন পরে শৃগাল তাহাকে পুনরায় দেখিলে গত সূচনার জন্য মার্জ্জনা লইয়া পুনর্ব্বার বনের স্বাধীনতার উল্লেখ করিয়া নিষ্ঠুরাচরণের প্রতি ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে গাধা এই উত্তর করিল যে এই সকল নির্ব্বোধের প্রতিই উত্তম, কিন্তু আমি রজকের গদা ছাড়িয়া সিংহের মুষ্টি ইচ্ছা করি না। আমরা কখনই সুখী নহি কেবল বিপদহইতে মুক্ত হইবার জন্যে অন্য পরিবর্ত্তন বাসনা করি। কিন্তু যখন তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় সে কেবল দুঃখের স্বতন্ত্র রূপ হয়। ধৈর্য্যতাতেই ভার অল্প বোধ হইয়া থাকে।

এক যথার্থবাদি রাজার বিষয়।

এক রাজার ইতিহাস কথিত আছে যে তিনি দৌরাত্ম্য এবং নিষ্ঠুরতার নিমিত্তে বিখ্যাত ছিলেন। অতএব প্রজারা তাঁহার মৃত্যুর নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে বাহুল্য রূপে প্রার্থনা করিল। এক দিন তিনি শিকারে গিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রত্যাগমনের পর এই ঘোষণা করিতে আজ্ঞা দিলেন, যে আমি আপন দোষ সকল অবগত হইয়া এইক্ষণাবধি নম্রতায় ও সুবিচারে রাজ্য শাসন করিব; এবং তিনি এই অঙ্গীকার এতাদৃশ দার্ঢ্যতার সহিত প্রতিপালন করিলেন যে তদ্দৃষ্টে তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে যথার্থবাদী এই উপনাম দিল। কতক বৎসর পরে তাঁহার এক প্রিয় মন্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাইয়া বলিল যে হে মহাশয় আপনার আচরণ কিরূপে পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ঐ রাজা অতিদয়ার সহিত এই রূপ উত্তর করিলেন; "তোমার স্মরণে আছে, আমি শিকার করিতে গিয়াছিলাম এবং প্রত্যাগমন কালে এতদ্রূপ ঘোষণা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলাম। দলের মধ্যে একটা কুক্কুর এক খেঁকশিয়ালীর অনুসরণে গিয়া তাহার পায়ে দংশন করিলে ঐ দুঃখী খেঁকশিয়ালী আপনার গর্ত্তে খোঁড়াইতে ২ গেল, এবং কুক্কুরও দ্রুত গমন করিয়া আপন দলে মিলিল। পরে আমার এক জন দাস ঐ কুক্কুরকে প্রস্তরাঘাত করিয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিল; এবং এক মুক্ত অশ্ব সেই কালে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, ঐ মনুষ্যের হস্ত তাহাকে ধরিবেক, এই ভ্রমে সে তাহাকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া দিল; এবং অশ্বও সেই স্থানের কোলাহলদ্বারা ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তৎকালে এক গর্ত্তে তাহার পা পড়িলে ভাঙ্গিয়া গেল। আমি এতাদৃশ ধারাবাহিক প্রতিফল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম, এবং মনে ২ বিবেচনা করিতে লাগিলাম, যে কত অমঙ্গল আমার উপর পড়িবার সম্ভাবনা আছে। এবং এই রূপ চিন্তাই আমার চরিত্রের পরিবর্ত্তন করিল।" এবং এইরূপে কোন মনুষ্যই নিষ্ঠুর অথবা অযথার্থ কর্ম্ম করিতে পারে না, কারণ সে শীঘ্রই বা বিলম্বে তাহার ফলভোগী হয়।

পেটুক খেঁকশিয়ালীর বিষয়।

এক ক্ষুধার্ত্ত খেঁকশিয়ালী আহার অন্বেষণে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে ২ এক জন্তুর চর্ম্ম পাইল, ঐ জন্তুকে কোন বন্যপশু ভক্ষণ করিয়াছিল, ঐ চর্ম্ম পাইয়া খেঁকশিয়ালী অতিশয় সন্তুষ্টা হইল। বাটী যাইবার সময়ে সে এমন এক স্থানে আইল যে, সেখানে কতকগুলিন হংসী চরিতেছিল,

এবং তাহাদিগের ক্ষার নিমিত্তে এক বালক তাহাদের নিকটে ছিল। ঐ খেঁকশিয়ালীর সতৃষ্ণ দৃষ্টি ঐ সকল হৎসীর উপর পতন হইবামাত্র সে তুচ্ছ বোধে ঐ চর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া এক ঝোপের পশ্চাদ্ভাগে ঐ বালকের নিদ্রা হওনাবধি বসিয়া রহিল। কিন্তু ঐ বালক তদবধি সতর্কতা পূর্ব্বক তাহাকে চৌকি দিতেছিল, এবং এক শক্ত যষ্টির আঘাতে তাহার মন্ত্রণা সকল পরাজয় করিল। ঐ হতাশ খেকশিয়ালী খোঁড়াইতে২ পুনরায় চর্ম্ম দেখিতে দৌড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার আসিবার পূর্ব্বে এক চিল আপন ছানার নিমিত্তে তাহা লইয়া উড়িয়া গিয়াছিল সুতরাং সে পাইল না।

খেঁকশিয়ালীর পক্ষে চর্ম্মেতে সন্তুষ্ট থাকা ভাল হইত, এবং আমাদিগের পক্ষে ইহাই ভাল যে আমরা প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকি; যাহারা বর্ত্তমান সুখ তুচ্ছ করিয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশা করে তাহারা উভয় সুখের ক্ষতি করে।

উষ্ট্র ও কণ্টকবৃক্ষের বিষয়।

এক পরিশ্রান্ত উষ্ট্র, তাহার বোঝা ফেলিয়া, বনের মধ্যে কিছু খাইবার নিমিত্তে মুক্ত হইলে এক কণ্টকবৃক্ষ দেখিল। পরে সে মুখ খুলিয়া প্রচুর আহার করিতে উদ্যত হইবামাত্র তন্মধ্যে এক সর্পকে দেখিতে পাইয়া ভয়েতে ফিরিয়া আইল। ঐ কণ্টকবৃক্ষ কহিল, "তুমি কি কণ্টক ভাল বাস না।" "আমি বোধ করি যে তুমি তাহাদিগকে বড় তীক্ষ্ণ জ্ঞান করিয়াছ।" ঐ উষ্ট্র বড় ঘৃণার সহিত উত্তর দিল, "বরং তোমার কথার বিপরীত; কিন্তু তোমার সহিত এমত এক কুৎসিত সঙ্গী আছে, যে তাহার নিমিত্তে আমি তোমাদের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করি না; যাবৎ সে স্থানান্তরে না যায় তাবৎ কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমি তোমাদিগকে এখনই দেখাইব, যে আমি কণ্টককে ভয় করি কি না তাহা এইক্ষণেই জানিবা।"

সৎসর্গজাত গুণ ও দোষের নিমিত্তে আমাদিগের ভাল ও মন্দ আচরণ হয়।

অশ্বের নালবন্ধ পাইয়াছিল এমত এক মনুষ্যের বিষয়।

এক দিন এক দরিদ্র মনুষ্য কোন এক অশ্বের নালবন্ধ কুড়াইয়া পাইয়া ও বাটীতে আনিয়া যত্ন পূর্ব্বক এক তাকের উপর রাখিল, এবং পরদিবস তাহার বাটীর সম্মুখে এক অশ্বশালা নির্ম্মাণ করিতে সত্বর হইল। তাহার প্রতিবাসিরা তাহাকে এই রূপ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে

তুমি কি করিতেছ। "সে বলিল কেন আমি অশ্বের নালবন্ধ পাইয়াছি" "প্রতিবাসী কহিল তাহাতে কি হইবে?" "সে কহিল কেন, হইতে পারে আমি কল্য আর একখান পাইতে পারিব" "তাহাও সম্ভব বটে; কিন্তু উহা রাখিবার নিমিত্তে তোমার অশ্বশালার প্রয়োজন নাই।" "না; তাহা বটে, কিন্তু দেখ, যদি ভাগ্যক্রমে চারিখান পাইতে পারি; তবে আমি সৌভাগ্যক্রমে, যে অশ্বের নালবন্ধ পাইলাম তাহাকেও পাইতে পারি। অতএব আমি তাহার নিমিত্তে অশ্বশালা প্রস্তুত করিতেছি, এবং বোধ করি আগামি সপ্তাহে কিছু ঘাসও তাহাতে রাখিব।" ইহাতে প্রতিবাসী রাগান্বিত হইয়া কহিল, তাহা ভাল বটে, তুমি কি মনে কর, আমার কখন বিবাহ হইবে না, আমি কি সংসারী হইব না?" অশ্বাভিলাষী কহিল, "হাঁ তাহা হইতে পারে" এবং আমি ও তোমার বিবাহ দেখিতে যাইব; যাহা হউক যদি তুমি আমার অশ্ব চাহ, তবে লইতে পার সে কহিল অধিক বাধ্য হইলাম; কিন্তু বোধ করি, যদি আমার পরিবার হয়, তবে কি তোমার অশ্ব ওখানে দাঁড়াইবে, ও আমার সন্তানদিগকে খেলাইবার কালে পদাঘাত করিবে? এই রূপে তাহারা উভয়ে অশ্ব ও সন্তান সন্ততির বিষয়ে বিবাদ করিতে লাগিল, ও পরে গালাগালি হইতে২ তাহাদের মারামারি হইল; তখন প্রহরী আসিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিল, সেখানে তাহারা ছিরকাদ্বারা আপন২ ক্ষত ধৌত করিতে লাগিল, ও অনুতাপদ্বারা আপন২ মূর্খতা দূর করিল। যাহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বোধ করে, তাহাদের মধ্যে এমন ঘটন অসম্ভব নহে। সহস্র২ ব্যক্তি অসম্ভব বিষয়ের চিন্তাতে শক্তি ও সময় নষ্ট করে। এবং আপনাদিগের কল্পনার বিষয়ে বিবাদ করিয়া থাকে।

উষ্ট্র এবং মূষিকের বিষয়।

এক উষ্ট্রের বনমধ্যে ভ্রমণ করণ কালে দৈবাৎ লাগাম পায়ে লাগিল। ঐ উষ্ট্র তদবস্থায় কণ্টকাদি তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল এমতকালে এক মূষিক তাহাকে দেখিতে পাইয়া দন্তের দ্বারা লাগামের এক পার্শ্ব ধরিয়া আপন গর্ত্তে লইয়া গেল। উষ্ট্রও আপন স্বভাবসিদ্ধ মূর্খতা ও অনায়াস বশীভূততার নিমিত্তে লাগামের গতি অনুসারে ঐ মূষিকের বিবরে গমন করিতে লাগিল, যাবৎ সে মূষিকালয়ে না পৌঁছিল তাবৎ ঐ ক্ষুদ্র জন্তু বহু পরিশ্রমে ও গর্ত্ত বৃদ্ধি করিতে না পারিয়া বিদেশিকে গৃহে আনিতে পারিল না, এবং তাহার নানা বিধ ছলেই তাহার আপনার অপমান ও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিল। আমরা নির্বোধ মূষিকের প্রতি পরিহাস করিতে পারি বটে কিন্তু এমন

ও অনেক মনুষ্য আছে যাহারা প্রধান ও মান্য লোকদিগকে ভোজন করাইবার নিমিত্তে যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অবশেষে পরিহাস যোগ্য হয়।

বক ও কর্কটের বিষয়।

এক জলাশয়ের তীরে এক ধূর্ত্ত প্রাচীন বক থাকিত। সে মৎস্য ধরিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিত। কিন্তু সে অবশেষে অতিশয় দুর্ব্বল হওয়াতে মৎস্য ধরিতে না পারিয়া ক্ষুধায় আকুল হইতে লাগিল। ও তাহার পা শক্ত ও ডানা দুর্ব্বল অধিকন্তু চক্ষুতে এতাদৃশ ঝাপ্‌সা হইতে লাগিল যে সে কখন২ মৎস্য ভ্রমে ঝাঁজি ও প্রস্তরাদির উপর পড়িতে লাগিল। অতএব সে অল্পকালস্থায়ি জীবনের রক্ষার নিমিত্তে দৃঢ়রূপে চিন্তা করিতে লাগিল। সে আপনার বল ও বুদ্ধির হ্রাস দেখিয়া অবশেষে ছলের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে স্থির করিল। এই আশয়ে এক দিন সে কোন জলাশয়ের তীরে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাতে এই বোধ হয় যে তাহার কোন দুর্ঘটনা হইয়া থাকিবে। এক বৃহৎ কর্কট ঐ জলাশয়ের তীরস্থ ঝাঁজির উপর উত্তম শয্যা জ্ঞানে শয়ন করিতে গিয়া তাহার বিলাপে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে কি ব্যাপার হইয়াছে এবং সে বককে দেখিবামাত্র তাহার নিকটে গিয়া নম্রতা পূর্ব্বক তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল. বক কহিল হায়২ আমরা একেবারেই হত হইলাম এবং সর্ব্বনাশ ব্যতীত আমাদিগের সম্মুখে অন্য কিছুই নাই। আমি আপনার নিমিত্তে অসুখী নহি, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এবং অল্প কালের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিব; এবং তাহাতেই বা কি ক্ষতি; আজি মরি বা কল্যই মরি উভয়ই সমান বরং শীঘ্র হইলেই ভাল; তাহা হইলে আগামী কুসময়হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। কিন্তু আমি এই সকল মৎস্যের নিমিত্তে ভাবনা করিতেছি কারণ আমি উহাদিগকে জাবজ্জীবন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছি এবং তাহাদিগের দুর্দশা ভাবিয়া চিন্তান্বিত হইতেছি। ঐ কর্কট অতি ব্যাকুল হইয়া বলিল কি ঘটিবে; এমন হইবে না যে এই জলাশয়ের জল একেবারেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। বক কহিল "প্রায় ঐ প্রকারই বটে;" কিন্তু সে কি প্রকার তাহা আমি তোমাকে বলিব তুমিও তাহা বিশ্বাস করিবা এবং তাহা হইলে তুমি আপনার নিমিত্তে বিশেষ বিবেচনা করিতে পারিবা। অদ্য প্রাতে আমি দুই জন দুষ্ট লোককে পর্ব্বতের নীচে দাঁড়াইতে দেখিলাম তাহারা মৃদুস্বরে কথা বার্ত্তা কহিতেছিল। দৈবযোগে আমি তাহাদিগের উপরিস্থ পর্ব্বতে বসিয়াছিলাম ও আপন মস্তক ডানার ভিতরে লুকাইয়া তাহাদের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তাহাদের মধ্যে এক

জন কহিল আমি বোধ করি এই জলাশয়ে অনেক মৎস্য আছে, অন্য জন কহিল হাঁ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কেহই এখানে আইসে না। আমি আরও এক নদী জানি তথায় ইহা অপেক্ষাও অনেক মৎস্য আছে, আইস আমরা সেখানে প্রথমে গিয়া সকল সংগ্রহ করি তাহার পর এখানে আসিয়া অবকাশ ক্রমে এই সকলও সংগ্রহ করিব। এক্ষণে আমি প্রবীণ হইয়াছি। আর আমি জানি যে ঐ দুই জন অতিশয় দুরাত্মা কোথায়ও তাহাদিগের তুল্য দুষ্ট ব্যক্তি দেখিতে পাইবা না; তাহাদিগের যে কথা সেই কায, ইহা তোমরা নিশ্চয় জানিও; তাহারা এক মাসের মধ্যেই এখানে আসিবে তদনন্তর এখানে এমন কোন মৎস্যই থাকিবে না যে আগামি পূর্ণিমার চন্দ্র দেখিতে পাইবে। কর্কট ব্যাকুল হইয়া দাড়া নাড়িয়া কহিল এমন কহিও না। আর তবে আমি আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিব এবং তাহাদিগকে বিপদহইতে উদ্ধার করিব। বক কহিল হাঁ আমিও তদ্রূপ অনুমান করি এবং তোমাকে এই পরামর্শ দি যে তুমি ক্ষণকাল বিলম্ব করিও না।

কর্কট ভীত হইয়া এক দিগে চলিয়া গেল কিন্তু এমন গুরুতর ব্যাপার অন্য জলচরদিগকে জানাইতে বিরত না হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিল। ট্রৌট নামে এক বৃদ্ধ মৎস্যের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, ঐ মৎস্য তাহাকে অতি বিখ্যাত ভণ্ড জানিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিতে ছল করিল কিন্তু সে তাহাকে ডানায় ধরিয়া সবিশেষ শুনিতে বাধ্য করিল এবং আদ্যন্ত বর্ণনা না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল না। ইহা সে ইচ্ছা পূর্ব্বক করিল এবং সে এই গুরুতর বিষয় নানাবিধ ভয়জনক বৃত্তান্ত সম্বলিত করিয়া বর্ণনা করিল।

তাহার গল্প সমাপ্ত না হইতেই এক ঝাঁক ক্ষুদ্র মৎস্য প্রথমে এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া জলাশয়ের প্রত্যেক কোণে গিয়া কোন স্থলে কিছু অধিক ও অন্য কোন স্থলে কিছু অল্প হইয়া সর্ব্বত্র ঐ সমাচার ব্যক্ত করিল। প্রত্যেক ক্ষণেই ভয়ের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেহ বলিল জলাশয়ের মধ্যে ঐ খানে এক গর্ত্ত আছে অন্য কহিল ইহা অগ্নিময় পর্ব্বত তুল্য আমরা সেখানে থাকিলে দগ্ধ হইয়া যাইব। কিন্তু যাহারা উক্ত বিষয়ের অধিক জ্ঞাত ছিল তাহারা কখন শুনিল না, যে চাতক পক্ষী তাহার ডানা জলে মগ্ন করে, কিন্তু তাহারা বরং ইহাই জ্ঞান করিল যে তাহাদিগের চতুর্দিগে জাল বেষ্টিত আছে। আর প্রধানদের মধ্যে অন্য প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কর্কটকে ভীতিকারক বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল ও কেহ২ সাধারণের বন্ধু বলিয়া ভূরি২ ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা বককে প্রশংসা করিবার বিবেচনা করিতে লাগিল কিন্তু বিচক্ষণেরা তাহাতে আপত্তি করিল, কারণ তাহারা বকের মৎস্যের প্রতি প্রেম ও সততার বিষয়ে সন্দেহ করিল। পরে বৃদ্ধ ট্রৌট আপন বক্তৃতা

করিতে বিরত হইল না তাহা অনেকেই শ্রবণ করিতে লাগিল। এবং তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা শূন্য হইয়া সকলে তাহার নিকটে গিয়া একত্র হইল।

সে জলাশয় কি পদার্থ ও মৎস্যের স্বভাব এবং কি কারণই বা তাহারা শূন্যে উড়িতে অথবা ভূমিতে বেড়াইতে পারে না ইত্যাদি সকল বিষয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া অবশেষে প্রস্তাব করিয়া বলিল যে তোমরা বকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর যে এই সংবাদ সত্য কি মিথ্যা এবং এমন বিপদ সময়েই বা তিনি কি পরামর্শ দেন।

এই যুক্তিতে সকলেই আনন্দপূর্ব্বক সম্মত হইল এবং শ্বেত প্রস্তরের নিকটে এতাদৃশ সত্বর হইয়া গমন করিল যে তাহাতে বোধ হইল যে সকল বিপদ এক কালেই গত হইয়াছে।

বক কহিল তোমাদিগকে জানাইতে আমি দুঃখিত হই কিন্তু এই সমাচার প্রকৃত বটে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এবং ঐ ব্যক্তিদিগকে বিশিষ্ট রূপে জানি। তোমাদের কর্ম্মে আমার সৎপরামর্শ সততই আছে; যদি আমি অধিক পরিশ্রমে অশক্ত ও বৃদ্ধ বটি এবং বিষয় কর্ম্মের চিন্তা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অধিকতর বাসনা করি, তথাপি এমত কালে যে কালে সৎকর্ম্মেও সন্দেহ হয় অর্থাৎ আমার শেষাবস্থায়ও তোমাদিগকে বিপদহইতে রক্ষা করিতে ত্রুটি করিব না।

এই পর্ব্বতের অপরদিগে এক মনোহর জলাশয় আছে তথায় আমি বাল্য কালে সতত গ্রীষ্ম সময়ে থাকিতাম ঐ জলাশয় উচ্চ পর্ব্বতে বেষ্টিত এবং মনুষ্যের অগম্য। আমি বৃদ্ধ প্রযুক্ত দুর্ব্বল হইলেও প্রতি দিন তোমাদিগের মধ্যে তিন চারি জনকে তথায় লইয়া যাইতে পারি। যাবৎ আমি তোমাদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া না যাই তাবৎ তোমরা যদি ঝোপে বা প্রস্তর মধ্যে লুক্কাইয়া থাকহ তবে তাহাতে ধীবরের জালহইতে মুক্তি পাইতে পারিবা। এই দয়াশীল অঙ্গীকার শুনিয়া তাহারা অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইল কিন্তু কে বকের সহিত অগ্রে গমন করিবে ইহাই কঠিন হইয়া উঠিল।

অবশেষে তাহারা এবিষয়ের নিষ্পত্তির ভার বকের উপর দিল, তাহাতে সে কহিল আমার শরীর দুর্ব্বল অতএব বল থাকিতে২ প্রথমেই প্রধানদিগকেই লইয়া যাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য যেহেতুক আমি দুর্ব্বল হইলেও ক্ষুদ্রদিগকে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারিব।

তাহারা কহিল বক কেমন দয়ালু এবং কেমন বিবেচক। তদনন্তর বৃদ্ধ বক্কা এবং তাহার তুল্য পদস্থ কতকগুলিন মৎস্য অবিলম্বে বককর্তৃক পর্ব্বতের অপর পারে আনীত হইয়া তাহার মনোমত আহার হইল।

বৃদ্ধ কর্কট আপন কর্ম্মে অমনোযোগ করায় অসুখী এবং বকের

সুখ্যাতি বিষয়ে ঈর্ষাযুক্ত হইয়া প্রস্তরমধ্যে এক গর্ত্তে লুক্কাইত রহিল, তথায় সে উভয় মনুষ্যের আগমন ও জালুয়ার জালহইতে নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু যখন সে দেখিল যে অনেক দিনাবধি ক্রমে ২ অনেকেই স্থানান্তর হইতেছে তখন সে বন্ধুগণের বিচ্ছেদে ভাবিত হইয়া প্রথম দলের সহিত যাইতে পায় নাই, বলিয়া খেদ করিল এবং এই ক্ষণে তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে মনস্থ করিয়া সময়ান্তরে বককে দেখিয়া তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল, কিন্তু বক তাহার উকিঁমারা স্বভাবজন্য ভীত হইল। যেহেতুক সে তাহাকে শ্বেত প্রস্তরের পার্শ্বে বেড়াইতে দুই এক বার দেখিয়াছিল তাহাতে তাহার অনুমান হইল যে সে সকল মিথ্যা জানিতে পারিয়াছে অতএব সে তাহার সকল চাতুরি প্রকাশ করিবে বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিয়াছিল কিন্তু সে জানিল না যে কি প্রকারে তাহার হাতহইতে এড়ান পাইবে। এক্ষণে তাহার অন্তঃকরণ আনন্দিত হইল। তখন সে দেখিল যে তাহার মূর্খতাই তাহাকে তাহার হস্তগত করাইল ইহা ভাবিয়া সে প্রাতঃকালেই লইয়া যাইব বলিয়া স্বীকার করিয়া বলিল যে আমি ভারি বলিয়া অন্য কাহাকে উহার সঙ্গে লইয়া যাইব না।

পরদিন প্রাতঃকালে সে পরমবন্ধুর ন্যায় তাহাকে গলায় করিয়া লইল। সে আপনি দুর্ব্বল ও কর্কট অধিক ভারি হইলে ও তাহাকে প্রস্তরের উপরে ফেলিয়া দিয়া অনায়াসে খণ্ড ২ করিবে এই আশয়ে অধিক উচ্চে উড়িতে চেষ্টা করিল কিন্তু অধিক উচ্চে উঠিবাতে কর্কট তাহার দুষ্টতার লক্ষণ জানিতে পারিল ও সেই ভূমি অস্থিতে পূর্ণ দেখিয়া আপন বন্ধুদিগের দুর্দশাও জানিতে পারিল। পরে সে অবিলম্বে তাহার গলা এমত চাপিয়া ধরিল যে তাহাতে বক ও কর্কট উভয়েই ঘুরিতে ২ জলে পড়িল।

তখন কুপথ প্রদর্শিত জলচরদিগের অবশিষ্ট কর্কট কর্দ্দমে প্রবেশ করিয়া হত জলচরদিগের নিমিত্তে শোক করিয়া অন্যদিগের রক্ষার নিমিত্তে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল।

এই গল্পে আমরা এই শিক্ষা পাই যে শঠ ব্যক্তি শেষে আপনার চাতুর্য্যের দ্বারা বলিস্বরূপ হয়। এবং অজ্ঞাত অবস্থার পরিবর্ত্তন বিপদজনক হয়। ইতি।

মেষপালকের কুক্কুরের বিষয়।

এক দিবস প্রাতঃকালে এক খেঁকশিয়ালী শিকার অন্বেষণে গিয়া এক লোভী নেকড়িয়া ও এক ভয়ানক কুক্কুরকে বন্ধুভাবে একত্র বেড়াইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তাহারা উহার নিকটবর্ত্তী হইলে সে কহিল আমি কেবল আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে জীবিত আছি। আমার আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে তোমাদের জাবজ্জীবন পরস্পরের শত্রুতা থাকিলেও কি প্রকারে এমন হঠাৎ বন্ধুত্ব হইল। ইহা কি প্রকারে ঘটিল শুনিতে ইচ্ছা করি। কুক্কুর প্রত্যুত্তর করিল মেষপালকের প্রতি ঘৃণা ব্যতীত আমাদের পরস্পরের স্নেহের কারণ বলিতে পারি না। মেষপালক ও নেকড়িয়ার মধ্যে যে পূর্ব্ব শত্রুতা আছে তাহার বিষয় অধিক কহার আবশ্যক নাই; কিন্তু তাহার সহিত যে আমার বিবাদ তাহাই বলিতেছি। গত রাত্রে আমার এই মান্য বন্ধু আপনার স্বাভাবিক ভরসানুসারে এক মেষশাবক লইয়া যান এবং আমিও আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মানুসারে তাহার পশ্চাৎ যাই কিন্তু তিনি এত অধিক দৌড়িলেন যে আমি তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। আমার রাখালের প্রতি ঘৃণার কারণ বিবেচনা করিয়া দেখ সে আমাকে নিয়মিত আদর না করিয়া নেকড়িয়ার সহিত যোগাযোগ আছে বলিয়া ভর্ৎসনা করিল ও যথোচিত প্রহার করিল। অতএব আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি অদ্য রাত্রেই মেষ সকলের সহিত আমরা ক্রীড়া করিতে মনস্থ করিয়াছি এবং ভরসা করি যে মেষপালক আপন দোষের নিমিত্তে অবশ্য অনুতাপ করিবে।

সহবাসেই কেবল বন্ধুত্ব হয় না, যদি কোন চিরশত্রু নির্ব্বাদে সহবাস করে তবে তাহাতে অবশ্য কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে জানিবা।

এক মশারি ও এক ধ্বজার বিষয়।

রাজবাটীতে সুন্দর ঝালরে শোভিত এক মশারির নিকটে ধূলি ধূসর ও জীর্ণবস্ত্রযুক্ত এক ধ্বজা ঝুলিতেছিল। তাহা দেখিয়া মশারি কহিল। ছি ২, কি বারুদের দুর্গন্ধ, আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে এ কুৎসিত বস্তু এখানে কি প্রকারে আইল। ধ্বজা প্রত্যুত্তর করিল মহাশয় আমার জীর্ণ বস্ত্র ও ধূলি সকল বিপদ্‌গ্রস্ত ও সঙ্কটাপন্নদিগের চিহ্ন স্বরূপ। তাহাদিগের নিকটেই আমার এই রাজবাটীতে থাকার বিষয় ঋণী আছি। আমি তোমার সুখের ও ঐশ্বর্য্যের অবস্থা দেখিয়া হিংসা করি না। কারণ যখন তোমার সৌন্দর্য্যতা গত হইবে তুমি দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইবা। অল্প কাল পরে সৈন্যের মধ্যে এক বিগ্রহ উপস্থিত হয় তাহাতে রাজবাটী লুট করা যায়। সৈন্যগণ অপূর্ব্ব মশারিকে ধূলায় টানিয়া ফেলিয়া ও জীর্ণ ধ্বজাকে পূর্ব্ব কালের জয়ের চিহ্ন বলিয়া মান্য করিল। পরে পুরাতন রাজার প্রতি শ্রদ্ধা থাকাতে তাহারা রাগ সম্বরণ করিয়া আপন ২ কর্ম্মে মনোযোগী হইল।

উপযুক্ত সাহসী কর্ম্মক্ষম সেনা অপেক্ষা সুবেশী সুন্দর পুরুষেরা আমাদিগের নিকটে সর্ব্বদাই অধিক মান্য হয়। অধিকন্তু দরিদ্র নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে দেখিলে আমরা কত অধিক অহঙ্কারে মত্ত হই। কিন্তু বিপদ সময়

উপস্থিত হইলে গুণশালীর গুণ প্রকাশ পায় তখন অহঙ্কারির দর্প চুর্ণ হয় ও নম্রব্যক্তির নম্রতা মান্য পায়। ইতি।

এক উন্নত্যাকাঙ্ক্ষী সারস পক্ষির বিষয়।

কোন এক নদীর তটে এক বৃদ্ধ রজক বাস করিত, সে কেবল গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি একটা প্রস্তরের উপর আছড়াইয়া ঐ নদীর জলে ধৌত করত কালক্ষেপণ করা ব্যতিরেকে আর কোন প্রকার সুখেচ্ছা বা কর্ম্ম জ্ঞাত ছিল না, এবং তথায় একটা সারস পক্ষীও মৃত্তিকাস্থিত কীট পতঙ্গাদি চঞ্চুদ্বারা ঠুকরাইয়া খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত, এই মতে তাহাদিগের উভয়ের এমত প্রণয় হইয়াছিল যে প্রায় তাহাদের বিচ্ছেদ দেখা যাইত না। এক দিবস একটা বাজ পক্ষী শূন্যমার্গে এক চাতকের পশ্চাৎ উড্ডীয়মান হইয়া অতি শীঘ্র তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে নখে ঝুলাইয়া লইয়া গেল। তাহাতে ঐ সারস পক্ষী আপনার অপেক্ষা ক্ষুদ্র পক্ষির সাহস ও অনায়াস লাভ দৃষ্টি করিয়া চমৎকৃত হইল। এবং মনে ২ আপনার প্রতি ঘৃণাবোধে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, যে আমার এমন বৃহৎ পাদদ্বয় ও লম্বা গলা এবং বাজ পক্ষি অপেক্ষা দশগুণ শরীর হইলেও আমি কেবল কর্দ্দমের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র কীটাদি খুঁটিয়া খাই মাত্র, অতএব অদ্যাবধি বৃহৎ শীকার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। তাহার এইরূপ মনস্থ করিবার কিছুক্ষণ পরে সে একটা কপোতকে চরিতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎগামী হইয়া বাজ পক্ষির ন্যায় সাধ্যমতে চেষ্টা করিলেক, কিন্তু তাহার অনায়াসে নিম্ন গমনের পূর্ব্বে ঐ কপোত ভূমিতে বসিল এবং ঐ সারস দ্রুতবেগে তাহার উপর পতিত হওয়াতে তাহার পাদদ্বয় ভাঙ্গিয়া গেল।

জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইলে আমাদিগের স্ব ২ অবস্থানুযায়িক চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং আপন ২ ক্ষমতাধীন চর্চ্চায় সন্তোষ থাকা উচিত।

এক উষ্ট্র ও এক গর্দ্দভের বিষয়।

এক উষ্ট্র ও এক গর্দ্দভ চরিবার কালে পরস্পরে সাক্ষাৎ করিত। এক দিবস তাহারা অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া আহার করিতে অক্ষম হইল, উভয়ে এতদ্ অবস্থায় ধূলার উপর বিশ্রাম করণ কালে উষ্ট্র এইরূপে আপন বিলাপোক্তি করিতে লাগিল, যথা কেহ প্রভুর নিমিত্তে আমার ন্যায় পরিশ্রম করে না, এবং তিনিও আমার ন্যায় অযত্ন কাহাকেও করেন না, আমার

নাসাগ্রে খিল বর্দ্ধিত হইতেছে, প্রত্যহ আমি উত্তপ্ত বালুকাময় অরণ্যের মধ্যদিয়া তাঁহার শ্রান্তি দূর করণার্থে জল বহন পূর্ব্বক তাঁহারপশ্চাৎ ২ ভ্রমণ করি। আর আমার সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর তাঁহার বদান্যতায় এই মাত্র প্রাপ্ত হই, যে আমি আহারের নিমিত্তে তথাকার কণ্টক বৃক্ষাদি পাই এবং তৃষ্ণা নিবারণার্থে উদরস্থিত লুক্কায়িত জল পান করি; আর এই রূপ দুঃসহ ভ্রমণের পর তাঁহার যদি ভোজেচ্ছা হয়, তবে আমার জীবন নাশ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

গর্দ্ধভও তৎপশ্চাৎ আপনার স্বাধীনত্ব বঞ্চিতকারিদিগের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতাজনিত দুর্দশাপন্ন হইয়া বেদনাতে গাত্র নাড়িতে ২ অত্যন্ত বিলাপ করিলেক। এমতে পরস্পরে বিষাদের কারণ ও আপন আপন যন্ত্রণার বাক্য বলিয়া আপনার আপনার দুঃখ শ্রেষ্ঠ বোধ করাইবার জন্যে চেষ্টিত হইয়া ক্রমশঃ সময়ে ২ বলিতে লাগিল; পরে তাহারা আপনাদের বন্ধনের কাল উপস্থিত দেখিয়া বিলাপ করিতে ক্ষান্ত হইল এবং ঐ খর উষ্ট্রের বাক্যে পলায়ন করিতে ও যাবজ্জীবন বন্ধুত্ব ভাবে সুখ ভোগ করিতে সম্মত হইল।

তাহারা অবিলম্বে পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের কোপান্বিত ধ্বনি শুনিল, ও তাহাদিগের ভয় প্রদর্শনাদি দেখিয়া সকল দুঃখ পুনঃ স্মরণ করত তাহারা বলপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, অনন্তর তাহারা নদীর তীরে উপস্থিত হইলে ঐ উষ্ট্র স্কন্ধ পর্য্যন্ত জল দেখিয়া গর্দ্ধভকে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, বন্ধু আইস ২ ভীত হইও না জলকাঁধ পর্য্যন্ত মাত্র, ইহাতে গর্দ্ধভ কহিলেক, তাহা হইতে পারে, কিন্তু যে স্থানে তোমার কাঁধের উপর সে স্থানে আমার ডুবজল হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ গর্দ্ধভ জলের ধারে বসিয়া নামি কি না ভাবিতেছিল, ইত্যবসরে তাহার প্রভু আসিয়া তাহার ভাবনার শেষ করিল অর্থাৎ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল; তাহাতে ঐ উষ্ট্র ত্রাসযুক্ত হইয়া অধিক জলে প্রবেশিয়া সন্তরণ করিতে অপারক হওয়াতে স্রোতের বেগে পড়িল, সুতরাং তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

আমরা ঈশ্বরেচ্ছায় যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ক্লেশদায়ক বোধ করিয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইলে অন্য প্রকার এমন যন্ত্রণায় পতিত হইতে পারি যে তাহা কোন প্রকারে সহ্য করিতে অপারক হই।

এক মুদি ও মূষিকের বিষয়।

এক সরলান্তঃকরণ মুদির এক প্রিয় মূষিক ছিল, সে দোকানের কোন দ্রব্য ক্ষতি না করিয়া চতুর্দ্দিগে দৌড়িয়া বেড়াইত, তাহাতে সে ঐ ক্ষুদ্র জন্তুর চতুরতাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল, এবং উহাদিগের সৌহার্দ্দ্য দেখিয়া

অনেক ক্রেতা তাহার দোকানে আসিত। ইহা পূর্ব্বাপর কথিত আছে যে নীচের আস্পর্দ্ধা বাড়াইলে তাহার দাম্ভিকতার বৃদ্ধি হয়। এক দিবস ঐ মূষিক বহু মিষ্টান্ন ভোজনানন্তর ঐ মুদির মুদ্রার থৈলি প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছিত হইয়া ঐ দোকানি অতিশয় গ্রীষ্মপ্রযুক্ত নিদ্রিত হইলে অবসর পাইয়া ঐ থৈলি দন্তে করিয়া পলায়ন করিল। সায়ংকালে প্রথমেই এক ব্যক্তি মুদ্রা ভাঙ্গাইতে আসিলে ঐ দরিদ্র দোকানি আপনার ক্ষতি দেখিয়া প্রায় হতবুদ্ধি হইল, সে উক্ত তস্করকে প্রথমেই দেখিতে পাইয়া তাহাকে একটা জালাতে ধৃত করিয়া রজ্জুদ্বারা তাহার পাদ বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে ছাড়িয়া দিলেক। তৎপরে সে উহার বিবরের সীমা ও পথ নিরূপণ করিয়া খনন করত তাহার থৈলি পুনরায় প্রাপ্ত হইল এবং বিশ্বাসঘাতক চোরের প্রাণদণ্ড করত উপযুক্ত শাস্তি দিল।

অযোগ্যকে উৎসাহ প্রদান করা পাপ উন্নতির কারণ এবং হিতৈষি ব্যক্তির প্রতি কৃতঘ্ন হইলে পরিণামে অপমান হয়।

এক খেঁকশিয়ালী ও এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের বিষয়।

এক খেঁকশিয়ালী দুর্ভাগ্যবশতঃ এক নেকড়িয়ার হস্তে পড়িয়াছিল ইহাতে সে করুণা ও কৃপাকাঙ্ক্ষী হইয়া নেকড়িয়ার গ্রাসহইতে মুক্ত হইবার জন্যে বহুতর যত্নপূর্ব্বক মিনতি ও প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে সে কহিল যে আমি তোমার ভক্ষণের যোগ্য কোন প্রকারেই হইব না, কারণ আমাহইতে চর্ম্ম ও অস্থি ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হইবা না। এই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর নেকড়িয়া সংক্ষেপে এই উত্তর দিলেক, "যে কল্য তুমি কুক্কুট শাবকের প্রতি যদ্রূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলা আমাহইতেও তদ্রূপ প্রাপ্ত হও বলিয়া তাহাকে মারিয়া খাইয়া ফেলিল।

আমরা অন্যদ্বারা জ্ঞাপিত না হইলে আপনাদিগের দুরাচরণের সীমা উপলব্ধি করিতে পারি না।

এক কাক এবং বানরের বিষয়।

এক দুষ্ট বানরের দল কোন এক পর্ব্বতীয় দেশে একবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। তথায় অকস্মাৎ শীতকালের আগমন হওয়াতে তাহারা অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছিল। তাহারা তুষার পদার্থ কখন শ্রবণ করে নাই এবং তাহারা বুঝিল যে তাহারা কম্পজ্বরগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকে আপন ২ মস্তক ধরিয়া সকল রাত্রি বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল যে আপ-

নাদের মস্তক দন্ত কিড়িমিড়িতে পড়িয়া যাইবে, সূর্য্য উদয় হইলে তাহারা আপনাদের ঘরে গমন করিতে লাগিল, সন্ধ্যাকালে তাহারা নিবৃত্ত হইলে সূর্য্যের কিরণ আয়নাতে খেলা করিতে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল কারণ তাহারা বুঝিল যে ইহা অগ্নি, তাহা কোন পথিক ফেলিয়া গিয়া থাকিবে, তখন সমুদয় দল চারিদিগে শুষ্ক ঘাস ও কাঠ একত্র করিতে দৌড়িল। পরে তাহারা অঙ্গার ভাবিয়া ভুল করিয়া তাহার উপর ফুঁদিতে ও বাতাস দিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা পরিশ্রান্ত হইল। এক বৃদ্ধ কাক যে তাহাদের নিকটস্থ এক বৃক্ষের উপরে বসিয়াছিল সে তাহাদের কার্য্য ও অনর্থক শ্রম দেখিয়া দয়া করিতে মানস করিল, এবং সে তাহাদের ভুল দয়া করিয়া প্রকাশ করিল। কিন্তু সে তাহাদিগকে মূর্খ জানিয়াছে বলিয়া তাহারা রাগ করিয়া এবং তাহারা উহার দিগে মুখ ফিরিয়া হাস্য করিতে লাগিল, তাহাতে কাক তাহাদিগকে পরিশ্রমহইতে রক্ষা করিতে ও সে আপনি সত্যবাদী জানাইবার জন্যে নীচে নামিল তাহার একটা ঘাস লইবার মানস ছিল কিন্তু যখন সে উক্ত কাষ্ঠের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইল তখন তাহারা উহার উপরে পড়িয়া কোপেতে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিল।

যাহারা পাগলদের হিতজনক পরামর্শ দেয় তাহারা তাহার পরিবর্ত্তে দুঃখগ্রস্ত হয়।

ময়ূর ও সামুদ্রিক পক্ষির বিষয়।

এক ময়ূর ও এক সামুদ্রিক পক্ষী ইহারা উভয়ে এক দিবস এক বাগানের ভিতরে পরস্পর সাক্ষাৎ করিল এবং অল্পক্ষণ একত্রে চারিদিগে ভ্রমণ করিয়া অতিশয় বিবাদ করিতে লাগিল। তাহাতে ময়ূর প্রথমে আরম্ভ করিয়া কহিল যে যখন আমি তোমার কাল কুর্ত্তি দেখি তখন আশ্চর্য্যান্বিত হই, তুমি কি রূপে এমত সুন্দর মোজা প্রাপ্ত হইলা। পরমেশ্বরের সৃষ্টির সময়ে অবশ্য ভ্রম হইয়া থাকিবে কারণ তুমি আমার লালবর্ণ রেসমি মোজা পরিয়া আমার কার্য্যে তোমার কাল চামড়ার গেটর রাখিয়াছ। সামুদ্রিক পক্ষী ঘৃণা করিয়া উত্তর করিল। যদ্যপি ইহাতে ভ্রম ছিল তবে আমার মখমলের কাপড় চুরি করিয়া থাকিবা এবং আমি ফাষ্টিন জামা পরিতে বাধ্য হইয়াছিলাম আমি নিশ্চয় জানি যে উহা মন্দ পাদুকা তাহা পরা উচিত নহে।

এক তপস্বী তাহাদিগের কথা শুনিয়া এই কহিল যে যে সকল দোষ জনক বিষয় আমাদিগকে সতত শিখায় তাহাহইতে হিংসা ও অসন্তোষের উৎপত্তি হয়।

গোলাব ও কর্দ্দমের বিষয়।

এক জন বড় জ্ঞানী গুণকর্ত্তা এই ক্ষুদ্র গল্প বলিয়াছিলেন, যথা জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকের সহিত সংসর্গ করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এক দিন আমি স্নানাগারে প্রবিষ্ট হইলে এক বন্ধু আমাকে সুগন্ধি কর্দ্দম অর্পণ করিল। আমি ঐ সুগন্ধি দ্রব্য পাইয়া এমন সন্তুষ্ট হইলাম যে আমি বলিলাম তুমি পৃথিবীর কোন অংশহইতে উৎপন্ন হইয়াছ। আমি তোমার স্বর্গীয় সুগন্ধ-দ্বারা সুখসাগরে মগ্ন হইয়াছি, সে শিষ্টাচারপূর্ব্বক উত্তর করিল আমি সাধারণ কর্দ্দমমাত্র আর কিছু নই, কিন্তু আমি এই, বড় ভাগ্য বোধ করি যে আমি বহুকালাবধি ঐ গোলাপের ঝোপে পড়িয়া থাকি এবং ঐ সুগন্ধি বস্তুর নিকটবর্ত্তী থাকাতেই ঐ ফল আমাতে জন্মিয়াছে, তাহার নিমিত্তে তুমি আ-শ্চর্য্য বোধ করিতেছ, আমি কিছু নহি কেবল সাধারণ কর্দ্দম মাত্র। হে মনুষ্য তুমি কি রূপ যদি তুমি ঈশ্বরের গুপ্ত কর্তৃত্ব না জান তবে তুমি মূল্যহীন বস্তু অপেক্ষা অতি মন্দ এবং সকলের নিকটে বিষতুল্য। মুসলমানের এই গল্পহইতে খ্রীষ্টানেরা সততা এবং কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করুক।

এক তপস্বী এবং এক দাঁড়কাকের বিষয়।

এক ফকির আহারের জন্যে বহু পরিশ্রম করিত, একবার সে ভ্রমণ করিতে গিয়া এক গাছের নীচে বিশ্রাম করিতে বসিল, এবং সে আপনার খাদ্য রুটীর ছিলকা নদীতে ভিজাইতেছিল এবং সে পরমেশ্বরের কৃপা বিষয়ে ভাবিতে লাগিল, এমত সময়ে সে মস্তকোপরি একটা অদ্ভুত জন্তু দেখিল যখন সে উপরে চাহিয়া এক দাঁড়কাককে দেখিল সে এক টুকরা মাংস এক ছোট বাজপক্ষিকে খাওয়াইতেছিল, পরে সে বহুকালাবধি ঐ পক্ষিগণকে দেখিয়া এই ভাবনা করিল যে আর পরিশ্রম করিবার আব-শ্যক নাই এবং কি হেতু মনুষ্যের যন্ত্রণা ভোগ করিব, দয়ালু পরমেশ্বর আমার উপরে আছেন, ভাবিয়া সে ঘরে আইল এবং আহারের জন্যে সকল চেষ্টা ত্যাগ করিল এবং সকল দিন ঈশ্বরারাধনায় মগ্ন থাকিল কিন্তু ঐ আহার যাহা সে দেখিয়াছিল তাহা পাইল না এবং শীঘ্র পরি-বারের সহিত দুঃখে পড়িল এবং যদ্যপি এক পরিশ্রমী ছুতার তাহাদিগের যন্ত্রণা শুনিয়া তাহাদিগকে খাদ্য না দিত তবে তাহারা মরিয়া যাইত দরবেশ আপনার ভুল দেখিয়া এই স্বীকার করিল যে পরিশ্রমী ও দয়ালু দাঁড়কা-কের দৃষ্টান্ত শিক্ষা করা ভাল এবং নিরাশ্রয়ি বাজপক্ষির দৃষ্টান্ত শিক্ষা করা ভাল নহে।

এক ভীত বালকের বিষয়।

একদা পারসিয়া দেশের এক রাজা আপনার আমোদের নিমিত্তে জাহাজে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সঙ্গিদের মধ্যে এক বালক ছিল সে পূর্ব্বে কখন সমুদ্রেতে গমন করে নাই। জাহাজ অল্প হেলিলে কিম্বা ঢেউ জাহাজের দুই দিগে আঘাত করিলে ঐ বালক এমত ক্রন্দন করিত যে কেহ তাহার চীৎকার কোন প্রকারে নিবারণ করিতে পারিত না।

ইহাতে রাজা বড় বিরক্ত হইলেন কারণ তাহাতে তাঁহার ভ্রমণ করিবার আমোদের ব্যাঘাত হইল। পরে এক মন্ত্রী ঐ বালককে স্থির করিয়া রাখিতে স্বীকার করিয়া বলিল, মহারাজ যদ্যপি আপনি আমাকে আমার আপনার মতে চলিতে দেন, তবে ইহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি। ইহাতে রাজা বলিলেন কর যে তোমার ইচ্ছা কিন্তু কেবল তাহাকে চুপ করিয়া রাখ কেননা সে আমাকে বিরক্ত করে। ইহাতে ঐ মন্ত্রী গোপনে কয়েক জন খালাসিকে ডাকিয়া বলিলে তাহারা হঠাৎ ঐ বালককে ধরিয়া জাহাজহইতে জলে ফেলিয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ এক কাছি নিক্ষেপ করিল। দুই এক ডুবের পর ঐ বালক সেই কাছি ধরিল, ও মিনতি করিয়া বলিল, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জাহাজে তুলিয়া লও। পরে তাহারা ঐ রূপ করাতে সে তদবধি এক কোণেতে বসিত এবং চুপ করিয়া রহিত।

কতবার অকারণ ত্রাসে আমাদের আহ্লাদের বিনাশ হয় এবং আমরা বিপদে না পড়িলে বিপদুদ্ধারের মুল্য জানিতে পারি না।

এক বাজ পক্ষী ও এক কুক্কুটের বিষয়।

এক বাজ পক্ষী এক গোলার কুক্কুটের সহিত বিবাদে পড়িয়া তাহাকে বলিল তুই কৃতঘ্ন জন্তু, দেখ মনুষ্য তোকে কেমন দয়া করে। তুই স্বাধীন হইয়া বেড়াইতে ও অনেক আহার করিতে পাইস এবং তোর বসিবার ভাল স্থান আছে, আর যদ্যপি আমি তোর ছানাদিগকে কেবল দেখি তবে তুই ত্রাসযুক্ত হইস এবং যে সকল বালক ও বালিকা দৌড়াইয়া তোকে রক্ষা করে তাহারা তোকে ধরিতে গেলে অমনি চীৎকার করিয়া প্রত্যেক কোণেতে দৌড়াইয়া পলাইতে থাকিস। এবং আমি দাঁড়েতে বান্ধা থাকি ও অর্দ্ধেক আহার পাই। আর তাহাদের আমোদের নিমিত্তে কেবল আমাকে বাহিরে আনে ও তাহারা ডাকিলে আমি নীচে বসি ও তাহাদের হাতের কবজাতে আসিয়া বসি। ইহাতে কুক্কুট উঠিয়া তাহাকে উত্তর দিল, আমার বোধ হয় যে তুমি কখন কোন বাজ পক্ষিকে শিকে গাঁথা দেখ

নাই। কিন্তু মনুষ্যের হাতে অনেক কাল অবধি আমার পরিবারের মৃত্যু হইতেছে, ইহাতে মনুষ্যহইতে যে অনুগ্রহ আমরা পাই তাহার মূল্য কত তাহা আমি ভাল জানি। আর আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে আমি তদ্রূপ মনুষ্য হইলে তাহার তুল্য ব্যবহার কখন করিতাম না কিন্তু আমরা যে পর্য্যন্ত সেই স্থানে না থাকি সে পর্য্যন্ত কেমন করিয়া কর্ম্ম করিতাম তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা যে অবস্থায় থাকি তদনুযায়ী সৎকর্ম্ম করিলেই আমাদের যথেষ্ট সৎকর্ম্ম করা হয়।

এক পেটুক বিড়ালের বিষয়।

এক প্রাচীন দরিদ্র স্ত্রীলোকের এক বিড়াল ছিল, আর সেই স্ত্রীলোকের এমত কোন খাদ্য বস্তু ছিল না যে তাহাকে খাইতে দেয়। এক দিন ঐ বিড়াল খাদ্য দ্রব্য পাইবার আশয়ে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে২ দৈবাৎ এক রাজার বাগানে উপস্থিত হইল, পরে তথায় এক হৃষ্ট পুষ্ট বিড়ালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে তাহার পুষ্টাকৃতি দৃষ্টে কিছুকাল চমৎকৃত হইয়া রহিল। পরে সে আপনার অন্তরের ভাব গোপন করিতে অপারক হইয়া বলিল, মহাশয় আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে এই স্থানে আসাতে আমাকে ক্ষমা করুন্, এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বলুন যে আপনি কি প্রকারে এই স্বচ্ছন্দতা ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পাইলেন। আর আমি উপবাসে ও জাগরণে ক্ষীণ হইতেছি। তাহা শুনিয়া দ্বিতীয় বিড়াল বলিল ইহা সত্যই বটে কারণ আমি তোমাকে দুর্দ্দশাপন্ন দেখিতেছি, আর তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি তোমার বাসস্থান কোথায়। তাহাতে ঐ দুঃখী বিড়াল মিনতি পূর্ব্বক আপনার জীবনের বৃত্তান্ত বলিল এবং যে২ দুঃখ ঐ দুঃখী স্ত্রীলোকের গৃহে সহ্য করিয়াছে তাহাও বলিল। তাহাতে ঐ হৃষ্ট পুষ্ট বিড়াল গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, এ সকল তোমার দোষ কারণ তুমি গুপ্তভাবে কালযাপন করিতেছ, তোমার রাজবাটী যাইতে হয় তাহা হইলে তুমি আমাদের ন্যায় সুখে কালযাপন করিতে পার; তুমি এখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাক, আমি তোমাকে রাজার রন্ধনাগারে লইয়া যাইব সেখানে তুমি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিতে পারিবা। তাহারা তদনুসারে সেই খানে পৌঁছছিল, দরিদ্র বিড়াল এতাদৃশ উত্তম২ খাদ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধে আনন্দসাগরে মগ্ন হইল। কিন্তু সেই স্থানের পাচক অনেক বিড়ালের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, এবং সে মসালচিকে বিড়ালের অপেক্ষায় থাকিতে অনুমতি করিল; হৃষ্ট পুষ্ট বিড়াল ও ক্ষুধিত বিড়াল

তাহারা উভয়ে তথায় প্রবেশ করিবামাত্র চতুর্দ্দিগহইতে আক্রান্ত হইতে লাগিল।

ঐ দুঃখিত বিড়াল দুর্ব্বল হইলেও দ্রুত গমনে পলায়ন করিয়া উক্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, যথা দুরবস্থাতে অনেক শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় বটে কিন্তু ধন ও মহত্ত্ব শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ব্যতিরেকে হয় না যথা রুগ্ন স্থূল শরীরাপেক্ষা নিরোগ ক্ষীণ শরীর ভাল।

এক ফোঁটা জলের বিষয়।

এক ফোঁটা জল মেঘহইতে সমুদ্রে পড়িবামাত্র আপনাকে অপার সমুদ্রোপরি ভাসিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল হায়২ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন ব্যক্তি কি পরাক্রমী ও গম্ভীর ব্যক্তির তরঙ্গে মিশ্রিত হইতে সাহস করিতে পারে। ইত্যবসরে এক কম্বুরা আপনার খোল খুলিলে, উক্ত জলবিন্দু আপনাকে মহৎ ব্যক্তিহইতে হীন বোধ করাতেই তাহাতে আশ্রয় লইল, তাহাতে এক মুক্তা জন্মিল, তাহা কালক্রমে রাজাধিরাজের মুকুটের প্রধান ভূষণ হইল।

বুঝি এই ক্ষুদ্র পুস্তক বিদ্যা সমুদ্রে স্থান পাইতে যোগ্য নহে কিন্তু অন্ধকারে পতিত কবিদিগের মনোমধ্যে আশ্রয় দিতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ কালের প্রশংসার পাত্র হইবার জন্যে বাহির হইয়া আসিতে পারে।

26 JY 65